East West University
EAST WEST UNIVERSITY
LIBRARY
Plot No. A/2, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Dhaka-1212

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

সমকাল, ০৫-০৪-২০২৩, পৃষ্ঠা-০৪

অভ্যন্তরীণ স্থিতি ও বৈশ্বিক ভাবমূর্তি কি স্বস্তিদায়ক?

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

সমকালীন প্রসঙ্গ

রেমিট্যান্স মাথাচাড়া দিলে হয়তোবা ২২০০-২৪০০ কোটি ডলারের রেকর্ডে পৌঁছে যাবে। তবে মনে রাখতে হবে, রপ্তানি কমছে। হ্রাস পাচ্ছে শিল্প উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি। ঈদুল ফিতর আর ঈদুল আজহার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উল্লম্ফন কতখানি ক্রিসমাস বিক্রির পরিধি পাবে, তা দেখার বিষয়। তবে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করে বিনিয়োগ না বাড়ালে প্রবৃদ্ধি কোথা থেকে আসবে? তবে হ্যাঁ, মুদ্রা পাচার, ঋণ খেলাপ ও কর ফাঁকি রোধের বিকল্প দেখছি না। এ বিষয়ে অল্প লোককেই সাময়িক বেদনা সইতে হবে।

বিশ্বে যেমন, তেমনই দেশের সাম্প্রতিক ঘটনা-প্রবাহ, কিন্তু তাৎপর্যময়। গৌরবে দীপ্ত মুক্তিসংগ্রামে অর্জিত বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতার অন্যতম সুফল দারিদ্র্য নিরসনকে কটাক্ষ করে খোদ স্বাধীনতা দিবসেই নির্মম উপহাস অবশ্যই পীড়াদায়ক।

অন্যদিকে লক্ষণীয়, কৌশলগত কারণে একাত্তরের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে প্রথমবারের মতো স্বাধীনতা শব্দটি উচ্চারণ করলেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান গণপরিষদ, ১৯৫৭ সালে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে বাদানুবাদ, ১৯৬২-৬৩ সালে ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে পরামর্শ, একই সময়ে নিউক্লিয়াস গঠন, ১৯৬৬ সালে ছয় দফায় বাঙালির মুক্তি সনদের মর্মবাণী, ১৯৬৮ সালে বঙ্গোপসাগরকে সাক্ষী রেখে পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশ নামকরণ করেন। উপরন্তু একাত্তরের ৭ মার্চের উত্তাল জনসমুদ্রে রাজনীতির মহাকাব্যে প্রকৃত অর্থেই স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিলেন আমাদের জাতির পিতা। তবুও তিনি কতিপয় অধ্যাপকের কাছ থেকে 'পাকিস্তান-নপন্থি' অপবাদ থেকে রেহাই পাচ্ছেন না! ওপরে বর্ণিত এসব বিতর্কের খড়কুটো অবশ্য ইতিহাসের মূলধারার প্রবল স্রোতে নিমেষেই ভেসে গেছে, যাচ্ছে এবং যাবে।

নির্বাচনের বছরে যথারীতি রাজনীতি উত্তপ্ত হচ্ছে। একটা বড় স্বস্তির কথা, এখনও ২০১৪ সালের মতো আগুন সন্ত্রাস এবং অর্থনীতি ধ্বংসের সর্বনাশা অপচেষ্টার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এদিকে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়ের কারণে হলেও ইভিএমে ভোটের চিন্তা থেকে সরে আসার একটি বড় কৌশলগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গেছে। এটাও অনেককে স্বস্তি দেবে; আশা করা যেতেই পারে।

ওদিকে পঞ্চম শ্রেষ্ঠ কভিড ব্যবস্থাপনা ও সাহসী প্রণোদনা প্যাকেজের মাধ্যমে করোনার সময়েও সামষ্টিক অর্থনীতির ইতিবাচক ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছেন আমাদের সরকারপ্রধান। নীতি-কৌশলের ঘাটতির কিছুটা দূর করে এবং কিষান-কিষানি শ্রমজীবী উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টায় বর্তমান অর্থবছরে ২০২২-২৩ এ সামষ্টিক প্রবৃদ্ধি সরকার প্রাক্কলিত শতকরা ৮.৫ হয়তো হবে না। অন্তত কেন্দ্রীয় ব্যাংক পূর্বাভাসিত ৬.৫ শতাংশ হলেও ক্ষতি নেই। রেমিট্যান্স মাথাচাড়া দিলে হয়তোবা ২২০০-২৪০০ কোটি ডলারের রেকর্ডে পৌঁছে যাবে। তবে মনে রাখতে হবে, রপ্তানি কমছে। হ্রাস পাচ্ছে শিল্প উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি। ঈদুল ফিতর আর ঈদুল আজহার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উল্লম্ফন কতখানি ক্রিসমাস বিক্রির পরিধি পাবে, তা দেখার বিষয়। তবে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করে বিনিয়োগ না বাড়ালে প্রবৃদ্ধি কোথা থেকে আসবে? তবে হ্যাঁ, মুদ্রা পাচার, ঋণ খেলাপ ও কর ফাঁকি রোধের বিকল্প দেখছি না। এ বিষয়ে অল্প লোককেই সাময়িক বেদনা সইতে হবে।

বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের নেতৃত্বে উজ্জ্বলতা দিন দিন স্পষ্ট হচ্ছে। ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানে থেকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রকাশ্য এবং তলে তলে বিদ্যমান অর্থনৈতিক পরাশক্তিগুলো আঞ্চলিকভাবে এখন পর্যন্ত একটি চমৎকার ভারসাম্যে রাখতে পেরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সরকারপ্রধানের এই ভূ-রাজনৈতিক মুনশিয়ানা অত্র অঞ্চলের কয়েকটি দেশের মতো অর্থনীতির দুরবস্থায় যাওয়া থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করেছে। তবে জাপানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পুনর্জাগরণের নায়ক শিনজে আবের ক্ষমতা হারানো এবং আততায়ীর গুলিতে নিহত হওয়া শেখ হাসিনার জন্য একটি বড় দুঃখ বটে।

এদিকে এই পারঙ্গমতার স্বীকৃতি হিসেবেই সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব স্টেট ব্লিংকম্যান বাংলাদেশকে একটি শক্তিতে ক্রমবর্ধনশীল আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বৃহৎ প্রতিবেশী ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও বাংলাদেশের সঙ্গে সখ্যকে তুলনাবিহীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা শরণার্থী ও অভিবাসন-বিষয়ক অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অব স্টেট জুলিয়েটা ভালস নয়েস বলেছেন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর দেশ পুনর্গঠন এবং বর্তমানে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সার্বিক উন্নয়নের পথ তৈরি করে বাকি বিশ্বের কাছে একটি মডেল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বাংলাদেশ। বন্ধুত্বের অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপক পরিসরে সহযোগিতা

জোরদার করেছে। অর্থাৎ ঝুড়ির তলাটি এখন যে খুবই মজবুত– তার স্বীকৃতি মিলেছে।

এদিকে একটি অনন্যসাধারণ ঘটনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫২তম বার্ষিকী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ যে আর্থসামাজিক উন্নতি করেছে, তার স্বীকৃতি দিতে গত ২৯ মার্চ সাউথ ক্যারোলিনা স্টেটের রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান জো উইলসন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদে একটি বিল উত্থাপন করেছেন। তিনি কংগ্রেসে বাংলাদেশবিষয়ক কমিটির সহসভাপতি। জো উইলসন তাঁর প্রস্তাবে ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বিষয়টি সামনে আনেন। বিলটিতে বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চালানো বর্বরতার কথা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পাঁচ দশকে মাত্র ৯০০ কোটি ডলারের গরিব অর্থনীতির বাংলাদেশ কীভাবে অসাধারণ আর্থসামাজিক অগ্রগতিতে এখন ৪৫ হাজার কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে; মানুষের গড় আয়ু ৪৭ থেকে ৭৩ বছর হয়েছে এবং বয়স্ক শিক্ষার হার ৭৫ শতাংশে পৌঁছেছে; তার বিবরণও দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত বিলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আর্থসামাজিক অগ্রগতি, নারীর ক্ষমতায়ন, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, দারিদ্র্য নিরসন এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ে দৃষ্টিনন্দন সাফল্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। লন্ডনভিত্তিক ফাইন্যান্সিয়াল গ্লোবাল পাওয়ার ইনডেক্স পরিচালিত ন্যাশনাল ব্র্যান্ড ভ্যালু সূচকে ২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশ অব্যাহতভাবে ভালো অবস্থানে উত্তরোত্তর অগ্রগতি অর্জন করেছে। ন্যাশনাল ব্র্যান্ডিং ভ্যালু একটি ধারণাসূচক; যা একটি দেশের সামষ্টিক আয়ের প্রবৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রগতি, দারিদ্র্য নিরসনে সফলতা, ভ্রমণ বিষয়ে সুযোগ, সুশাসন এবং জ্ঞান-গরিমার কদর বিশ্লেষণ করে তৈরি করা হয়। ২০১৬ সালে বাংলাদেশের ব্র্যান্ড ভ্যালু ছিল ১৭ হাজার ৭০০ কোটি ডলার। ২০১৭ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২০ হাজার ৮০০ কোটি ডলারে। ২০২২ সালে ১২১ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১০৫, স্কোর ৯৫ এবং ব্র্যান্ড ভ্যালু ছিল ৩৭ হাজার ১০০ কোটি ডলার। ২০২৩ সালে বাংলাদেশের ন্যাশনাল ব্র্যান্ড ভ্যালু ৩৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫০ হাজার ৮০০ কোটি ডলারে উঠে যায়। এটি ৩৪.৮ স্কোর নিয়ে ১০০টি দেশের মধ্যে ৯৫তম স্থানে অবস্থান করে, যা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি হিসেবে সারাবিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে। দারিদ্র্য নিরসনের একটি মডেল হিসেবে দেশের অনবদ্য সুনামও এই সূচকে প্রতিফলিত। যুক্তরাষ্ট্র ২৫.৩ ট্রিলিয়ন ডলারের ব্র্যান্ড ভ্যালু নিয়ে এখন ১০০টি দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে।

■ ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন: অর্থনীতিবিদ; বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর